ধান চাষে ফসফরাস সার ব্যবস্থাপনা

সুষম মাত্রায় সার দিন
অধিক ফলন ঘরে নিন

ভূমিকা

যেসব ধানের জমিতে ফসফরাস সারের ঘাটতি রয়েছে সেসব জমিতে ফসফরাস সার প্রয়োগ করলে বিঘাপ্রতি ১১০ - ১৮৫ কেজি ধানের ফলন বাড়ে। এক বিঘায় ২৫০-৪০০ টাকা বাড়তি আয় হয়। ফসফরাস সার হিসেবে টিএসপি ও ডিএপি ব্যবহার করা হয়। অনেকে এ সারকে ‘মাইটে সার’ বা ‘কালো সার’ বলে।

ফসফরাসের গুরুত্ব

- ফসফরাস শিকড় বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।
- কুশির সংখ্যা বাড়ায়, শিষের সংখ্যা বাড়ায়।
- সময় মত ফুল আসে ও ধান পাকতে সাহায্য করে।
- ৪০ কেজি ধান উৎপাদনে ২-৩ কেজি সমপরিমাণ ফসফরাস সার প্রয়োজন।

ফসফরাস সার

- বিঘাপ্রতি ৭-১০ কেজি ফসফরাস সার (টিএসপি বা ডিএপি) প্রয়োগ করতে হবে।
- ফসফরাস সার ক্রয়ের সময় ঝাঁঝালো গন্ধ, পাথরমুক্ত ও দানা ভেঙে দেখে কিনতে হবে।
- জমিতে নিয়মিত গোবর প্রয়োগ করলে ফসফরাস সারের অভাব হয় না।

প্রয়োগের সময়

- জমি তৈরির সময় ফসফরাস সার প্রয়োগ করতে হবে।
- সার প্রয়োগের পর তা ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে।
- ধান রোপণের পর ফসফরাস সারের অভাব পরিলক্ষিত হলে ফসফরাস সার প্রয়োগ করে ভালোভাবে মিশিয়ে দিলে কিছু উপকার পাওয়া যেতে পারে।

চিত্র: ফসফরাসের অভাবজনিত লক্ষণ

ফসফরাস ঘাটতির আশংকা

- দীর্ঘদিন ধরে আমন ও বোরো চাষ করা হয় কিন্তু প্রয়োজনীয় ফসফরাস সার ব্যবহার করা হয় না, এমন জমিতে ফসফরাস সার ঘাটতির আশংকা থাকে।

ব্রি
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

সহযোগিতায়: আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

আরো তথ্যের জন্য:
ড. এম এ সালেক, উদ্ধতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও প্রধান, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, আঞ্চলিক কার্যালয়, সাগরদী, বরিশাল ৮২০০, ই-মেইল: asaleque_brri@yahoo.com